পর্যালোচনা

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করেছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

———————————○———————————

উপর্যুক্ত অভিযোগগুলো ছাড়াও আরও বহু অভিযোগ রয়েছে যেগুলো কমিশন আমলে নিয়ে শুনানী গ্রহণ করেছে এবং আরও অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য।
তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র **অধ্যায়-৬ এর পরিশিষ্ট-ঙ** তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.১৫ (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-

১। তথ্য কমিশনের সীমিত নিজস্ব জনবল তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
২। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জানার অভাব।
৩। প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া এবং তথ্যের হালনাগাদ না করায় জনগণ এই আইন প্রয়োগে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।
৪। শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যায়। কর্তৃপক্ষ এবং আপীল কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।
৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি প্রযুক্তিবান্ধব আইন হলেও সাধারণ নাগরিক এ বিষয়ে অবগত নয়।
৬। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করা।
৭। কর্তৃপক্ষের স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অনীহা।
৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন না করা।
৯। তথ্য অধিকার আইনে আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সমস্যা।
১০। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার অনুমোদন চাওয়ার বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে।
১১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভৌত সুযোগ-সুবিধার অভাব, লজিস্টিক সামগ্রীর অভাব।
১২। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহে কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকা।

৫.১৫ (খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ

১। তথ্য অধিকার আইনে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভৌত সুবিধা ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২। আইনটির বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের জনবল বৃদ্ধির জন্য অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্গানোগ্রাম দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে চার স্তরের কমিটিকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। কমিটিসমূহের মাধ্যমে আইনটি প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মনিটরিং করা যেতে পারে।

৪। "টেকসই উন্নয়ন সাধনে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" অনুমোদনের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন, আপীল এবং অভিযোগ দায়ের করার জন্য মাঠ প্রশাসনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫.১৬ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০২০-২১ অর্থ-বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কশিনের বাজেট নিম্নরূপ-

তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাবদ্দকৃত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

কোড নং	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১২৯.০০	৬৪.৫০	৫৬.৭৭
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৩৮.৫০	১৯.২৬	১৮.১২
৩১১১৩	ভাতাদি	১৫২.৮৫	৭৬.৪২	৬১.৩২
৩২৩১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৫৭৬.১৫	২৮৮.০৮	১২৪.৫৫
৩৪২১৫	কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড	১৬.০০	৮.০০	৮.০০
৩২৫৭১	গবেষণা	৫.০০	২.৫০	০.০০
৪১১২১	মূলধন মঞ্জুরী	৩৫.৩৩	১৭.৬৬	২.২৮
	সর্বমোট =	৯৫২.৮৩	৪৭৬.৪২	২৭১.০৪

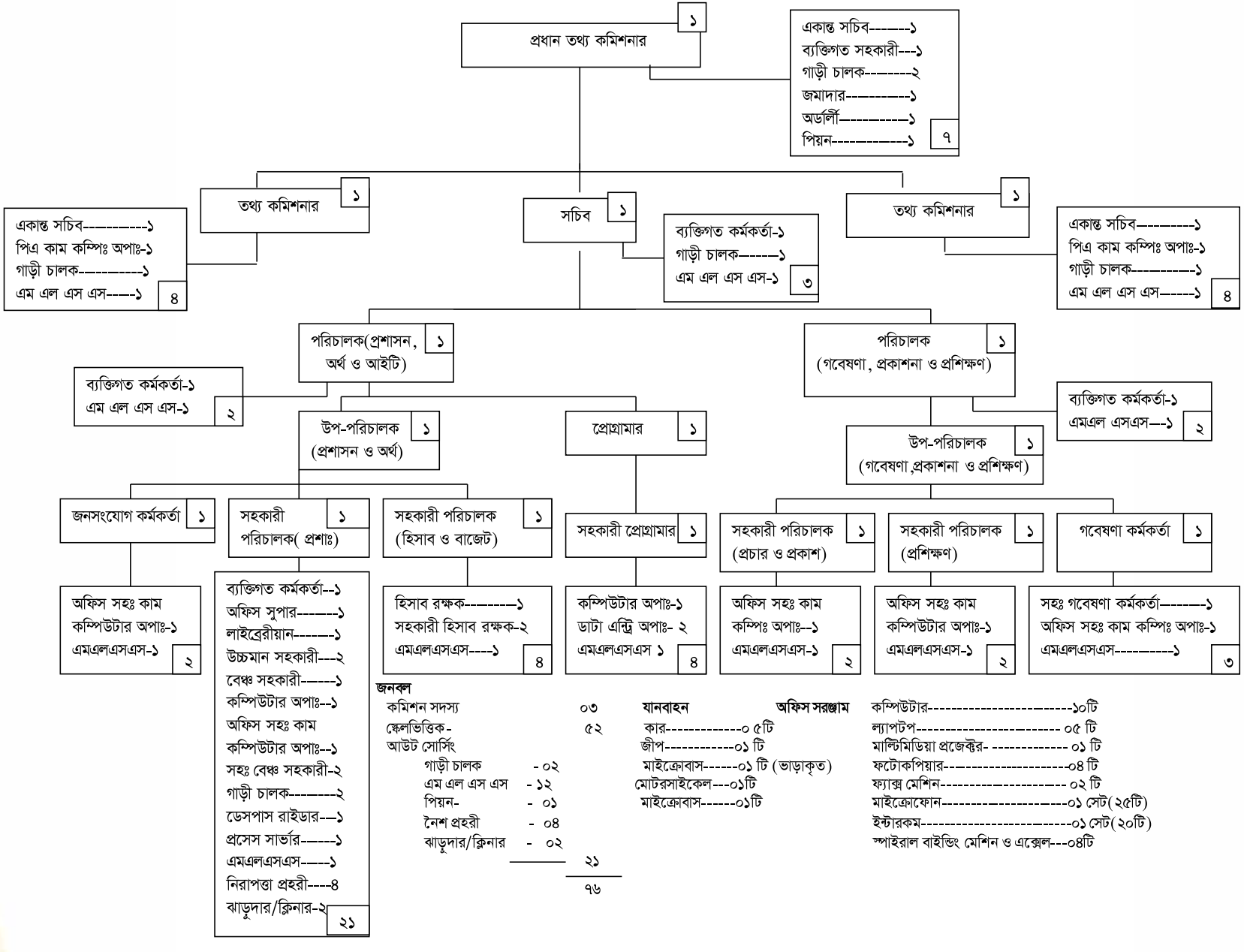
৫.১৭ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। জনগণের নিকট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। এই আইন জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চয়তা প্রদান করে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে দেশের জনগণ তথ্য অধিকার আইনের সহায়তা নিতে পারে। তথ্য কমিশনের ভবিষ্যৎ পথচলা ও এর কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ সর্বোপরি নাগরিক সমাজসহ সকলকেই সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। সরকারের কর্মকাণ্ডে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার করে সকলের কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে আইনটি কার্যকর করাই হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং মিডিয়াকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক তথ্য প্রদান করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যত বেশি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যাবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তত বেশি সহায়ক হবে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত প্রদান ও সহজলভ্যকরণে তথ্য কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । তথ্য কমিশন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।


তথ্য দিয়ে গড়ব দেশ
মিলবে সোনার বাংলাদেশ

অধ্যায়-৬

পরিশিষ্টসমূহ



জনবল

কমিশন সদস্য	০৩
ফ্লেভিভিত্তিক-	৫২
আউট সোর্সিং	
গাড়ী চালক - ০২	
এম এল এস এস - ১২	
পিয়ন- - ০১	
নৈশ প্রহরী - ০৪	
ঝাড়ুদার/ক্লিনার - ০২	
	২১
	৭৬

যানবাহন

কার----------০ ৫টি
জীপ----------০১ টি
মাইক্রোবাস------০১ টি (ভাড়াকৃত)
মোটরসাইকেল---০১টি
মাইক্রোবাস------০১টি

অফিস সরঞ্জাম

কম্পিউটার----------১০টি
ল্যাপটপ---------- ০৫ টি
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- ---------- ০১ টি
ফটোকপিয়ার----------০৪ টি
ফ্যাক্স মেশিন---------- ০২ টি
মাইক্রোফোন----------০১ সেট(২৫টি)
ইন্টারকম----------০১ সেট(২০টি)
স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন ও এক্সেল---০৪টি

প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১	**জনাব মরতুজা আহমদ** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৫৮১৫৭৭৬৩ (সরাসরি) ৪৮১১৭৬৮৩ (পিএ) ০২-৪৮১১২০৩৭ (ফ্যাক্স)	৪১০৮১১২০	০১৭৩০-৫৯৯৫৮৯ cic@infocom.gov.bd
২	**জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি** তথ্য কমিশনার	১০৩	৪৮১১৯৬৩২	৫৮৯৫৫৮৪২	০১৭৩০-৩২১১৬২ (অফি) ic1@infocom.gov.bd
৩	**ডক্টর আবদুল মালেক** তথ্য কমিশনার	১০২	৪৮১১৯৩০৬	-	০১৮১০০০৮০০৩ ic2@infocom.gov.bd

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
৪	জনাব সুদত্ত চাকমা সচিব	১০৪	৪৮১১৭৬৭৯	৯১৩৭৪৩০	০১৮১৯-২৪৭১৯১ secretary@infocom.gov.bd
৫	**জনাব জে. আর. শাহ্‌রিয়ার** পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৪৮১১০৬৩২	৯০২৬৯৩০	০১৫১৭-২৬৩৫৩৩ director.admin@infocom.gov.bd
৬	**ড. মোঃ আঃ হাকিম** পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৪৮১১০৬৩১	৫৫১২২৭৮	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৭	**জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসান** উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	১০৮	৪৮১১০৬২৯	-	০১৭১১-৪৬৯৫৫৬ dd.admin@infocom.gov.bd
৮	**তাসলিমা আহমেদ পলি** তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১২	৫৮১৫৫৩৯৪	-	০১৭১৮-৬৪৭০০৯ ahmedpoly268@gmail.com
৯	**জনাব এ, কে, এম, আনিছুজ্জামান** উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১১৬	৪৮১১০৬৩০	৪৮৩১১০৩৬	০১৭১৩-০১১৩১৫ dd.rpt@infocom.gov.bd
১০	**জনাব মোহাম্মদ আমিমুল এহসান খান** প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১০	৪৮১১০৬৪৭	-	০১৭১২-২২৮৯৭৬ ps.cic@infocom.gov.bd
১১	**জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৪৮১১০৬৪৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১২	**জনাব হেলাল আহমেদ** সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৪৮১১০৬৪৮	-	০১৭১৮-৭৮৩৫৮৮(ব্যক্তিগত) ad.admin@infocom.gov.bd
১৩	**জনাব শাহাদাৎ হোসেইন** সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩	৪৮১১৯৯৯	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.acc@infocom.gov.bd shphydu@yahoo.com
১৪	**রাবেয়া হেনা** গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	৫৮১৫১০০৯	-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৫	**জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক** জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৪৮১১৯৬৩১	৫৫০২৪৮৫৪	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৬	**জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম** সহকারী প্রোগ্রামার	১২২	৪৮১১০৬৪৬	-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৭	**জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-		–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ po1@infocom.gov.bd

১৮	**লাবনী সরকার** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১		–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৯	**মুন্না রানী শর্মা** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২০		–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com
২০	**জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	-		-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ aro@infocom.gov.bd
২১	**আসমা আক্তার** লাইব্রেরীয়ান	১২৩	-	-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২২	**জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম** হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২৩	**জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান** অফিস সুপার	–	-	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
২৪	**জনাব মোঃ মিজানুর রহমান** কম্পিউটার অপারেটর	১১৪	-	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ co1@infocom.gov.bd
২৫	**জনাব আবু রায়হান** পিএ টু সিআইসি	-	৪৮১১৭৬৮৩		০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
২৬	**জনাব শারমিন সুলতানা** উচ্চমান সহকারী	১১৪		–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬ sarmin1985nu@gmail.com
২৭	**জনাব মৌ-রানী বিশ্বাস** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
২৮	**জনাব মোঃ মামুন** ডিইও	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
২৯	**জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা** সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
৩০	**জনাব সুজিত মোদক** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujiticb@gmail.com
৩১	**জনাব জাকিয়া সুলতানা লাখি** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩২	**মোঃ সাইদুর রহমান** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৩	**মোঃ সালাউদ্দিন** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭১৮-১৫৩৪৪২ ০১৯১৮-১৫০৪৪২
৩৪	**মোঃ জালাল শেখ** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩৫	**মোঃ আবুল কালাম** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৮১৪-২০৩০০৩ ০১৭৬০-৭২৩৭৭৬
৩৬	**জীহান প্রামাণিক** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৩৭	**মোঃ মোক্তার হোসেন** ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৩৮	**মোঃ রুবেল শেখ** প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৩৯	**মোঃ জামিল হোসেন** জমাদার	-	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৪০	**মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু** অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত আউটসোর্সিং-এ নিয়োজিত জনবলের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১	**মোঃ মোজাফফর হোসেন** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬৫৬৫১৪২৪
২	**জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৯৭৭০৫৭৬৫
৩	**জনাব জয় ঘোষ** পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
৪	**জনাব রনি ঘোষ** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৫	**জনাব আঙ্গুরী খাতুন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭০৬-৮৫১৮৬৫
৬	**জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৭	**জনাব মোঃ ইমন হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৮	**জনাব মো: মারুফ খান** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৯	**জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
১০	**মোছাঃ মর্জিনা খাতুন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
১১	**মোঃ সুমন হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
১২	**মোঃ আশিকুর রহমান আশিক** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
১৩	**মোঃ দেলোয়ার হোসেন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৮১৮-২০৪৮২৩
১৪	**মোঃ সায়হাম উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
১৫	**মোঃ হেলাল উদ্দিন** অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
১৬	**জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান** নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
১৭	**মোঃ জসীম উদ্দিন** নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
১৮	**মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন)** **নৈশ প্রহরী**	–	–	–	০১৭২০১২২৪২৯
১৯	**শ্রী-রাজু** ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
২০	**লতা রানী** ক্লিনার	–	–	–	০১৭০৯-৯৪২০৭৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে (চ ব্যতীত) দুইটি করে (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়
(খ) বিভাগীয় কার্যালয়
(গ) জেলা কার্যালয়
(ঘ) উপজেলা কার্যালয়
(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি)
(ছ) তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/জেলা কার্যালয় /উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে ৫০ নম্বর) বিবেচনা করা হবে:

ছক: পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/উপজেলা কার্যালয় নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০
২	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ১. ওয়েবসাইট ও ২. বিলবোর্ড/নোটিশবোর্ডে প্রকাশ।	 ০৫ ০৫
৬	১. তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	০৫ ০৫
৭	১. দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ২. আপীল নিস্পত্তির হার	০৫ ০৫
৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	১০
৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্দ্ধক্রমানুযায়ী)	১০
১০	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০

ছক: পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২০
২	১. তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০ ১০
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্ধ্বক্রমানুযায়ী)	২০

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটি) নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ: ১. তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান ২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৩. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI ক্যাম্প আয়োজন ৪. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI মেলা আয়োজন ৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারী তৈরী (নাটক/গান/অন্যান্য)	 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
২	তথ্য প্রদান ইউনিট সংখ্যা ও নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এবং নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)।	৫+৫+১০=২০
৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন- ১. আলোচনা সভা ২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩. র‍্যালী ৪. যোগাযোগ উপকরণ তৈরী/ বিতরণ	 ০৫ ০৫ ০৫ ০৫
৪	নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রেরিত/প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা	১০+১০=২০

ছকঃ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিক নির্বাচনের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর
১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা?	১০
২.	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তিনি গত ১ বছর আরটিআই ফরমেট অনুযায়ী মোট কতগুলো আবেদন করেছেন এবং কতগুলোর তথ্য পেয়েছেন?	১০
৩.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে (প্রিন্ট মিডিয়া) প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৪.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৫.	প্রতিবেদনের মান কেমন তা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন	২০

বিঃদ্রঃ প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ৩ নং ক্রমিক প্রযোজ্য এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের জন্য ৪ নং ক্রমিক প্রযোজ্য।

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনঃ

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন।

কমিটি:

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (ওহফরপধঃড়ৎ)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন। কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৮। পুরস্কারের মান:

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(০৪-০৯-২০১৯)
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা।

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়), তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪,১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
৬। এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যেকোন ১টি)	:	সদস্য
৭। প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(১) আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৬২৯৯)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

(২) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উর্পযুক্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

(৩) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম•
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করল :—

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য
১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২.	বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১০.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
০২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	:	সদস্য
০৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৪.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৬.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	:	সদস্য
০৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১.	একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১২.	একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৩.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(৬৩০৯)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(২) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(৬) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(৭) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.

তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
অভিযোগ নং: ০১/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব এম আইউব (চিফ রিপোর্টার)
পিতা: মো: আব্দুল করিম সানা
ঠিকানা: দৈনিক গ্রামের কাগজ
পোস্ট অফিস পাড়া, যশোর।

প্রতিপক্ষ: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়,
যশোর সদর উপজেলা, যশোর।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ২৭-০৭-২০২০ ইং)

আবেদনকারী ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব ফিরোজ আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর সদর উপজেলা, যশোর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

০১। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

০২। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো ঈদগাহ ও শ্মশানে অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

০৩। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো ওয়াজ মাহফিল, নামযজ্ঞ ও ধর্মীয় সভায় অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ফিরোজ আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, যশোর সদর, যশোর ০৪-০৯-২০১৯ তারিখে ৫১.০১.৪১০০.০০০.১৭.০০২.১৬-৩৫৭ নং স্মারকমূলে জনাব এম আইউব-কে ৩০ পাতা ফটোকপি আকারে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেন। অভিযোগকারী অভিযোগের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত (৫ বছরের) তথ্যের জন্য আবেদন করলেও শুধু ২০১৭-২০১৮ (১ বছরের) তথ্য প্রদান করেন। বিগত ০৪ বছরের তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী ২০-১০-২০১৯ তারিখে জনাব মো: নুরুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর বরাবর আপীল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়নি বিধায় তিনি ০১-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত ০৬-০৪-২০২০ তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়। ইতোমধ্যে ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী হয়। প্রেক্ষিতে ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উল্লেখ্য, Zoom Apps ব্যবহার করে শুনানী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই হাজির।

৬। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন।

৭। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর সাথে সরাসরি কথা বলেন। সে সময় অফিসে লোকবল ছিল না। এপ্রিল মাসে বরাদ্দ আসায় তিনি ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে তথ্য প্রদান করতে পারেননি। সময় দেয়া হলে তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও প্রকাশযোগ্য তথ্য ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত মোবাইল নম্বর ব্যতীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর সদর উপজেলা, যশোরকে নির্দেশনা দেয়া হলো। এছাড়াও প্রকাশযোগ্য তথ্য ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ০২/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব উজ্জ্বল বিশ্বাস (স্টাফ রিপোর্টার)
পিতা: চিত্তরঞ্জণ বিশ্বাস
ঠিকানা: দৈনিক গ্রামের কাগজ
পোস্ট অফিস পাড়া, যশোর।

প্রতিপক্ষ : উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার
কার্যালয়, ঝিকরগাছা, যশোর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২৭-০৭-২০২০ ইং)

আবেদনকারী ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে এস এম আবু আবদুল্লাহ বায়োজিত, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝিকরগাছা, যশোর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

০১। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

০২। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো ঈদগাহ ও শ্মশানে অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

০৩। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত যশোর সদর উপজেলায় কতগুলো ওয়াজ মাহফিল, নামযজ্ঞ ও ধর্মীয় সভায় অর্থ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থবছর অনুযায়ী তার সংখ্যা, বরাদ্দের পরিমাণ ও সহায়তা গ্রহিতাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে চাই।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব এস এম আবু আব্দুল্লাহ বায়োজিদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (অ: দ:), ঝিকরগাছা, যশোর ১৬-০৯-২০১৯ তারিখে ৫১.০১.২৯০৪.০০০.১৪.০০২.১৫-১৯ নং স্মারকমূলে জনাব উজ্জ্বল বিশ্বাস-কে জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভাবনা নয়। জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর) অডিট সম্পাদন না হওয়ায় এবং উক্ত সময়ের তথ্যাদি অফিসে সংরক্ষণ থাকায় চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হল" মর্মে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেন। অভিযোগকারী অভিযোগের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত (৫ বছরের) তথ্যেও জন্য আবেদন করলেও শুধু ২০১৭-২০১৮ (১ বছরের) তথ্য প্রদান করেন। বিগত ০৪ বছরের তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী ২০-১০-২০১৯ তারিখে জনাব মো: নুরুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর বরাবর আপীল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়নি বিধায় তিনি ০১-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত ০৬-০৪-২০২০ তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী করেন। সেই আলোকে ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উল্লেখ্য, Zoom Apps ব্যবহার করে শুনানী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন।

৭। অদ্য ২৭-০৭-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অফিসে লোকবল কম। লোকবল কম থাকায় ২০১৬-২০১৭ সালের তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও প্রকাশযোগ্য তথ্য ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত ২০১৬-২০১৭ সালের তথ্য মোবাইল নম্বর ব্যতীত, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝিকরগাছা, যশোর-কে নির্দেশনা দেয়া হলো। এছাড়াও প্রকাশযোগ্য তথ্য ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(আবদুল মালেক)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ০৪/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান
পিতা: মৃত. মোহাম্মদ তালুকদার
ঠিকানা: ইলুহার, পোস্ট: মলুহার
উপজেলা: বানারীপাড়া
জেলা: বরিশাল।

প্রতিপক্ষ: জনাব মো: মহসিন-উল-হাসান
বর্তমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়
বানারীপাড়া, বরিশাল।
২। জনাব রুনু বেগম
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়
তালতলী, বরগুনা।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১২-১১-২০২০ ইং)

আবেদনকারী ১৩-১১-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- বানারীপাড়া উপজেলায় ২ নং ইলুহার ইউনিয়নের চল্লিশ দিনের কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রকল্পসমূহ এবং প্রকল্পের বরাদ্দ সিপিসির নাম, মাস্টার রোল, লেবারদের তালিকা ইত্যাদি তথ্য পাওয়ার আবেদন।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-১২-২০১৯ তারিখে জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, বরিশাল বরাবর আপীল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও অভিযোগকারীকে তথ্য বা জবাব প্রদান করা হয়নি বিধায় তিনি ০৫-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত ০৬-০৪-২০২০ তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়।

৫। পরবর্তীতে ২৮-১০-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। ২৮-১০-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, বানারীপাড়া উপজেলায় ০২ নং ইলুহার ইউনিয়নের চল্লিশ দিনের কর্মসূচির একজন উপকারভোগী লেবার। কিন্তু তাকে তার পাওনা সঠিকভাবে প্রদান করা হয়নি। তিনি এ বিষয়ে জানতে চাইলে তার বিরুদ্ধে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা দায়ের করা হয় এবং তাকে জেল খাটতে হয়েছে। সেই মামলায় কোর্টকে সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য চাহিত তথ্যাদি প্রয়োজন।

৭। সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে ১২-১১-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। একইসাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীতে গরহাজির থাকায় কারণ দর্শানের নোটিশ ও প্রদান করা হয় এবং পরবর্তি ১২-১২-২০২০ তারিখে বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে (Zoom Apps) এর মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।

৮। অদ্য ১২-১১-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৯। অদ্য ১২-১১-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি পূর্বের উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোন তথ্য না পেয়ে জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা, বরিশাল বরাবর আপীল করার পরও কোন প্রতিকার পাননি।

১০। অদ্য ১২-১১-২০২০ তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি মার্চ মাসে বর্তমানে দায়িত্বে যোগদান করেছেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বিষয়ে জানতেন না। কমিশন থেকে সমন পাবার পর বিষয়টি জেনেছেন এবং এবিষয়ে পূর্ববর্তী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জানান তথ্য প্রস্তুত রয়েছে, তিনি তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

১১। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে আবেদনকারী তাকে অবহিত করেন। তিনি পূর্বের উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বলেছেন কিন্তু তিনি তথ্য সরবরাহ করেননি। বর্তমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সম্ভবত অভিযোগ দায়েরের পর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে জেনেছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরও জানান, তথ্য প্রদান করার জন্য তিনি শুরু থেকেই সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে বলেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের শুনানী এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রে দেখে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রদানের অবেদনটি ১১-১২-২০১৯ তারিখে তৎকালীন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কর্তৃক গৃহীত হয় কিন্তু তিনি কোন তথ্য প্রদান করেননি। তাছাড়া বর্তমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক তার সাথে যোগাযোগ করা হলেও তিনি আবেদনটির বিষয়ে তার স্বরণ নেই বলে জানিয়ে দেন। অন্যদিকে বর্তমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাও তথ্যের আবেদনপত্রটি পাওয়ার পরে এমনকি তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন দেয়ার পরেও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়নি।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: মহসিন-উল-হাসান, বর্তমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। জনাব রুনু বেগম, সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বানারীপাড়া, বরিশাল পত্র রিসিভ করেছেন ১৩ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে, দীর্ঘদিন বিলম্ব করেছেন। সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বানারীপাড়া, বরিশাল জনাব রুনু বেগম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়, তালতলী, বরগুনা বিলম্ব করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো।

৪। বর্তমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মো: মহসিন-উল-হাসান কর্মস্থলে যোগদান করেই কমিশনের ১২-০৩-২০২০ তারিখের সমন সংক্রান্ত নোটিশ পেয়ে জেনেছেন। তথ্য না দেয়ার মানসিকতা নিয়ে তিনি সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করেছেন। তিনি জানেন যাচিত তথ্য সমূহ প্রদানযোগ্য তবুও বিলম্ব করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো।

৫। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য সকল পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ০৫/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব অরূপ রায়
পিতা: উৎপল রায়
ঠিকানা: বি-৯৪/১
বাজাররোড (দেওয়ান ইদ্রিস সড়ক)
উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা।

প্রতিপক্ষ: উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা
কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৭-০৮-২০২০ ইং)

আবেদনকারী ২০-১০-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রুটিন মেরামত, স্লিপ, আন্তঃক্রিড়া, শিখন-শিখানো, আনুসঙ্গিক, বিদ্যুৎ বিল, ওয়াস ব্লক, উপবৃত্তি ও বড় ধরনের মেরামতসহ অন্যান্য খরচ বাবদ ধামরাই উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যেসব বরাদ্দ পাওয়া গেছে বিদ্যালয় ভিত্তিক খাতওয়ারি (যেসব হেডে বরাদ্দ আসে) বরাদ্দের পরিমাণ ও বরাদ্দ পত্রের ফটোকপি।
- ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দের খাতওয়ারি খরচের বিবরণ ও ভাউচারসহ ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নামে/পক্ষে খোলা ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-১১-২০১৯ তারিখে জনাব আলেয়া ফেরদৌসী শিখা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত ০৬-০৪-২০২০ তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী করেন। সেই আলোকে ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উল্লেখ্য, Zoom Apps ব্যবহার করে শুনানী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য পাননি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি স্কুল বরাদ্দ পেয়ে খরচ করে সমুদয় ভাউচার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেয়। কাজেই উল্লেখিত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকে।

৭। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৯-০৮-২০১৯ তারিখে যোগদান করেন। তিনি নতুন যোগদান করায় বিষয়টি জানতেন না। তিনি আরও বলেন, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য অনেক বিস্তৃত, ফটোকপি ব্যয় সাধ্য, ফটোকপি বাবদ প্রায় ৪৫০০০/- টাকার মতো খরচ হতে পারে যা অফিসে বরাদ্দ নেই। সব তথ্যই স্কুল সম্পর্কিত। তিনি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে ব্যাংক স্ট্যাটমেন্ট বিদ্যালয়ের নিজস্ব বিষয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রুটিন মেরামত, স্লিপ, আন্তঃক্রিড়া, শিখন-শিখানো, আনুসঙ্গিক, বিদ্যুৎ বিল, ওয়াস ব্লক, উপবৃত্তি ও বড় ধরনের মেরামতসহ অন্যান্য খরচ বাবদ ধামরাই উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকে। তবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তার অফিস সংশ্লিষ্ট কাগজের কপি সরবরাহ করতে পারে। তবে কোন প্রাথমিক স্কুলের তথ্য আলাদাভাবে প্রয়োজন হলে তা সে স্কুল বা উপজেলা কার্যালয় হতে সরবরাহ করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নতুন যোগদান করায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রুটিন মেরামত, স্লিপ, আন্তঃক্রিড়া, শিখন-শিখানো, আনুসঙ্গিক, বিদ্যুৎ বিল, ওয়াস ব্লক, উপবৃত্তি ও বড়ধরনের মেরামতসহ অন্যান্য খরচ বাবদ ধামরাই উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ সংক্রান্ত যে সকল তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিসের নিজস্ব তথ্য সে সকল তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উপজেলা অফিসের নিজস্ব তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকাকে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(আবদুল মালেক)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ১১/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব মতিউর রহমান
পিতা: মৃত নূরুল ইসলাম,
ঠিকানা: গ্রাম ১ নং কলমা
পো: ডেইরী ফার্ম, থানা: সাভার
জেলা: ঢাকা।

প্রতিপক্ষ: যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৭-০৮-২০২০ ইং)

আবেদনকারী ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

০১। ক) ঢাকার সাভারে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য যে প্রস্তাবিত ভূমি নির্ধারণ করা হয়েছে ওই ভূমি/জমির দলিলাদীর সার্টিফাইড কপি।

খ) মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য মাটি ভরাট কাজের বরাদ্দের অবিকল ফটোকপি। মাটি ভরাট কাজের কার্যাদেশ পত্র। চলমান মাটি ভরাট কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি।

গ) সাভারের বংশী নদীর তীর ভরাট করে 'মিনি স্টেডিয়াম' নির্মাণের যুক্তি যুক্ত কারণ লিখিত চাই। উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাবিটা প্রকল্পের অর্থায়নে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" মাটি ভরাট প্রকল্প চলমান রয়েছে।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৮-২০১৯ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০১-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৭-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত ০৭-০৪-২০২০ তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী করেন। সেই আলোকে ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উল্লেখ্য, Zoom Apps ব্যবহার করে শুনানী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েই Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য পাননি।

৭। অদ্য ১৭-০৮-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি নথি পর্যালোচনা করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'ক' ক্রমিকের তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। অবশিষ্ট 'খ' ও 'গ' ক্রমিকের তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারী কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং 'ক' ক্রমিকের তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'খ' ও 'গ' ক্রমিকের তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত 'খ' ও 'গ' ক্রমিকের তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(আবদুল মালেক)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ২৬/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব মীর নজরুল ইসলাম
পিতা: মীর নূরুল ইসলাম
ঠিকানা: ২০৬, নবাবপুর রোড
৩য় তলা, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ: ব্যবস্থাপক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
কাওরান বাজার শাখা ২৩-২৪,
বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৪-০৯-২০২০)

অভিযোগকারী ০১-১২-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ সরকার ফারুক ফয়সাল, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কাওরান বাজার শাখা, ২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- জেলা ঢাকা, থানা-সাবেক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হালে খিলক্ষেত, সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, গুলশান, মৌজা-জোয়ার সাহারা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রণীত লে-আউট প্লানের নিকুঞ্জ (উত্তর), আবাসিক এলাকার ১১ নং রাস্তার ১ নং প্লটের ২ কাঠা ৮ ছটাক জমি এবং উক্ত ভূমির উপর নির্মিত দালান আপনার শাখায় বন্ধক আছে কিনা?

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০১-২০২০ তারিখে জেনারেল ম্যানেজার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কাওরান বাজার শাখা, ২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদনের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হওয়ায় অভিযোগকারী ১১-০২-২০২০ তারিখে (১০-০২-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০২-২০২০ তারিখ দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে।

৪। তথ্য কমিশনের গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৮-০৪-২০২০ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। শুনানীর জন্য ধার্য ০৮-০৪-২০২০ তারিখ বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় উক্ত তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয়েছিল। ধার্যকৃত তারিখের পরিবর্তে পরবর্তিতে ১৭-০৮-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানীগ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়েছে। অদ্য শুনানীতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৬। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে তথ্য পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে জানান ।

৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে কমিশনকে জানান এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যহতি প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের শুনানীঅন্তে দেখা যায়, প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায় ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করায় ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কাওরান বাজার শাখা, ২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা কে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং ব্যাংকের প্রতিনিধি আগামী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি রাজউকে পাঠিয়ে দিবেন ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৩২/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব এস এম আরশাদ
পিতা: মো: হাসান করিম
ঠিকানা: মা ও শিশু কল্যাণ
কেন্দ্র কুড়িগ্রাম।

প্রতিপক্ষ: ০১। প্রধান শিক্ষক
কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কুড়িগ্রাম।
০২। শেখ আবদুল মান্নান
সহকারী শিক্ষক
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কুড়িগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৭-১১-২০২০)

অভিযোগকারী ২২-১২-২০১৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে (১) জনাব রুখসানা পারভীন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম (২) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (৩) জনাব মো: শামছুল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম (৪) জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (পরি: ও উন্ন: সেসিপ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভবন নং- ০১, কক্ষ নং: ৬১৪ (৬ষ্ঠ তলা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার এক সেট প্রশ্নপত্র।

খ) কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও তাদের কোটাসমূহ।

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: শামছুল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম ২৪-১২-২০১৯ তারিখে জেশিঅ/কুড়ি/২০১৯/৯৮৫ নং স্মারকমূলে জনাব এস এম আরশাদ, মা ও শিশু কেন্দ্র, কুড়িগ্রাম-কে "২০২০ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং সকল পরীক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও তাদের কোটাসমূহ সরবরাহের জন্য আপনাকে সরাসরি বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অথবা সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম মহোদয় বরাবরে আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হল" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ০৭-০১-২০২০ তারিখে ০৫.৪৭.৪৯.০০.১১৬০.০৩.০১১.১৯-১৪ নং স্মারকমূলে জনাব এস এম আরশাদ-কে "চাহিত তথ্য

সরাবরাহ না করার কারণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ প্রেরণ করেন"। যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০১-২০২০ তারিখে জনাব মো: আখতারুজ্জামান, উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রংপুর বিভাগ, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। জনাব মো: আখতারুজ্জামান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, রংপুর অঞ্চল, রংপুর ২৯-০১-২০২০ তারিখের ১৩৭ নং স্মারকমূলে "উক্ত ভর্তি কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সরবরাহ ভর্তি কমিটির এখতিয়ার। তিনি ভর্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করার এখতিয়ার রাখেন না" মর্মে আবেদনকারীকে পত্র প্রেরণ করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় অভিযোগকারী ১৮-০২-২০২০ তারিখে (ডায়েরীভূক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

১। ১৩-০৭-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৭-১১-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে COVID-১৯ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

২। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক Zoom Apps এর মাধ্যমে শুনানীতে সংযুক্ত হন। যাচিত তথ্যের বিষয়ে প্রধান শিক্ষক তার বক্তব্যে বলেন, তিনি আবেদনের বিষয়টি জানতেন না। তিনি জানান যে, জেলা কমিটির সদস্য হলেও তার কাছে প্রশ্নপত্র থাকে না। ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্নপত্র সিলগালা করে নিয়ে যান। তিনি আরো জানান যে, তাঁর স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী শিক্ষক শেখ আবদুল মান্নান পত্রটি গ্রহণ করেন। অপরদিকে, অভিযোগকারী জানান, তিনি যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দিয়েছিলেন তা স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে শেখ আবদুল মান্নান, সহকারী শিক্ষক জানান, তিনি গত ২৬/১২/২০১৯ তারিখ পত্রটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি কুড়িগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের মৌখিক বক্তব্য ও শুনানী পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি গ্রহণ করলেও তিনি তথ্য সরবরাহ করেননি। তথ্য সরবরাহ না করে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া যেহেতু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সুতরাং যাচিত তথ্যসমূহ প্রদানযোগ্য এবং এ প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষককে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। শেখ আবদুল মান্নান, সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি। সামগ্রিক বিবেচনায় শেখ আবদুল মান্নান, সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুড়িগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তথ্য অধিকার আইনের ২৭ (ঘ) ধারার বিধান মতে তাকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৪৫/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব রাসেন্দ্র দাস
সহকারি শিক্ষক(প্রাক-প্রাথমিক)
পিতা: সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস
ঠিকানা: পুরাণ মুন্সেফী আ/এ
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়
হবিগঞ্জ জেলা, হবিগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ৩০-১১-২০২০)

অভিযোগকারী ২৮-১০-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ জেলা, হবিগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ০১/০১/২০১৮ তারিখে তার দাখিলকৃত আবেদনের মন্তব্যসহ সিদ্ধান্তের ফটোকপি।
খ) স্মারক নং:-জেপ্রাশি/হবি/১৭৯৯/ তারিখ ০৩/০৯/২০১৯ এর আলোকে যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য (১ম নোটিশ হইতে ডাক বিভাগের মন্তব্যসহ) এর ফটোকপি।

গ) স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১৪৩.১১.০০৩.০৫.০৭ তারিখে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ আদেশের প্রেক্ষিতে তথ্যের বিবরণীর ফটোকপি।

ঘ) স্মারক নং: জেপ্রাশিঅ/হবি/২২১৯ তারিখ ২৫/১০/২০১৮ এর প্রতিবেদনের তথ্য সংক্রান্ত ফটোকপি।

ঙ) ২০১৭ সালের হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক সৃষ্ট শূণ্য পদের তালিকার ফটোকপি।

চ) অফিসে জমাকৃত তার সার্ভিসবুক এর প্রথম ১০ পৃষ্ঠার ফটোকপি।

ছ) তার বেতন নির্ধারণ বিবরণী এর তথ্য ফটোকপি।

জ) সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক এ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সৃষ্ট শুণ্য পদের নীতিমালা ২০১৬-২০১৭ সালের ফটোকপি।

ঝ) সোমেশ্বরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০১৭ সালের অক্টোবর, নভেম্বর মাসের হাজিরা খাতার ফটোকপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-১২-২০১৯ তারিখে বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট বিভাগ, সিলেট বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব এ.কে.এম সাফায়েত আলম, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগ, সিলেট ২৪-১২-২০১৯ তারিখে ৩৮.০১.৬০০০.০০০.২২.০০৩.১৮-২৪২৯ নং স্মারকমূলে জনাব রাসেন্দ্র দাস, সহকারী শিক্ষককে " আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, হবিগঞ্জ বরাবরে ২ নং সূত্রোক্ত পত্রে আপনার চাহিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির অনুলিপি সরবরাহ করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু আপীল আবেদন এর প্রেক্ষিতে তথ্য আইনের আপীল কর্তৃপক্ষ চাহিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ চাহিত তথ্য সরবরাহ না করায় সংক্ষুব্ধ হইয়া অভিযোগকারী ২৭-০২-২০২০ তারিখে (ডায়েরীভূক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ১৩-০৭-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১১-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে COVID-১৯ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। অনিবার্য কারণবশত: ২৩-১১-২০২০ তারিখের নির্ধারিত শুনানী ৩০-১১-২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উভয়পক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়।

৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, সম্পূর্ণ তথ্য তার নিকট না থাকায় তিনি আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। এছাড়া অবশিষ্ট তথ্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, হবিগঞ্জ সদর এবং সোমেশ্বরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট রয়েছে।

পর্যালোচনা

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অবশিষ্ট তথ্যাদি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, হবিগঞ্জ সদর এবং সোমেশ্বরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আওতাধীন সেহেতু অবশিষ্ট তথ্যাদি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, হবিগঞ্জ সদর এবং সোমেশ্বরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ কে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৪৬/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব মো: মামুন অর রশিদ
পিতা: মৃত. বীর মুক্তিযোদ্ধা কেরামত আলী
ঠিকানা: গ্রাম- শেরপুর
পোস্ট-চিথলীয়া, থানা-দৌলতপুর
জেলা- কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ: জনাব মো: জালাল উদ্দিন
সহকারী পুলিশ সুপার
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ডি.আই.জি খুলনা রেঞ্জ বয়রা, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ২১-১১-২০২০)

অভিযোগকারী ২৬-০১-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: জালাল উদ্দিন, সহকারী পুলিশ সুপার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডি.আই.জি খুলনা রেঞ্জ, বয়রা, খুলনা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন যে,

তিনি এস.আই মেহেদী এবং ওসি সদর থানা কুষ্টিয়া এদের বিরূদ্ধে আই.জি.পিসহ বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ উক্ত অভিযোগের তদন্ত করছেন।

১) গত ০৮/১১/২০১৯ তারিখে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের সম্মুখে হাজির হয়ে মৌখিক বক্তব্য ও অনেক কাগজপত্র দিয়ে আসেন।

২) গত ১৯-১২-২০১৯ তারিখে প্রতিপক্ষ সরেজমিনে অনুসন্ধান করেছেন। সেখানে বাদী আনছার হাজির ছিল। প্রতিপক্ষের সামনে আনছারকে জনগণ কি বলেছে তা প্রতিপক্ষ নিজে শুনেছেন ও দেখেছেন। অভিযোগকারীর ছোট ভাই শাহীনের কাছ থেকে লিখিত নিয়ে এসেছেন।

৩) গত ৩০-১২-২০১৯ তারিখে তার ছোট বোনের বাড়ী নোয়াখালি চাটখিল সমপাড়া গ্রামে। পুলিশ গিয়ে অভিযোগকারীর ছোট বোনকে বিভিন্ন ভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে এস.আই পরিচয় দিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাদাবাজী করে লুটপাট করে নিয়ে আসে। আবার গত ২২-০১-২০২০ তারিখে অনুসন্ধানের নামে তার বোনের বাড়িতে যায়।

৪) গত ৩০-১২-২০১৯ তারিখে আনুমানিক সময় ২.৩০ মিনিটে প্রতিপক্ষ নিজে মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-৮৭৯৮৫৭ থেকে অভিযোগকারীর ছোট ভাই শাহীনের মোবাইল নম্বর- ০১৭১০-৮৩৩৬৯১ এ ফোন করে বলেন, বাদী আনছারের ইট বালি কোন কিছু চুরি হয় নাই যা থানা থেকে জানতে পেরেছেন। এছাড়া ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও বলেছেন আরও অনেককিছু।

৫) গত কয়েকদিন আগে অভিযোগকারীর বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশ সুপার কুষ্টিয়া চিঠি দিয়ে তার তথ্য নিয়েছে। অতএব, এখন অনুসন্ধান শেষ। দয়া করে অভিযোগকারীদের বিরূদ্ধে যে ভুয়া মিথ্যা বানোয়াট চার্জশীট আদালতে দাখিল করেছে এস.আই মেহেদী ও ওসি সদর কুষ্টিয়া তাদের বিরূদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো তা লিখিত আকারে জানতে চান। তিনি ইতিমধ্যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্ট ডিভিশনে আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০২-২০২০ তারিখে আইজিপি ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পুলিশ হেড কোয়াটার্স, ফুলবাড়িয়া বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৩-২০২০ তারিখে (ডায়েরীভূক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ১৩-০৭-২০১৯ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৩-১১-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে COVID-19 পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। অনিবার্য কারণবশত: ২৩-১১-২০২০ তারিখের নির্ধারিত শুনানী ৩০-১১-২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উভয়পক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়।

৪। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির থেকে সময়ের আবেদন করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তী ২১-১২-২০২০ তারিখ শুনানীর জন্য নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী জানান তিনি তথ্য পেয়েছেন।

পর্যালোচনা

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করেছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৫৭/২০২০

অভিযোগকারী: মেজর মো: আনোয়ারুল ইসলাম খান
(অব:) এইসি
পিতা: নুরুল ইসলাম খান
ঠিকানা: প্লট-৫৪, রোড প্রগতি সরণী
ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।

প্রতিপক্ষ: জনাব শাহ আলম চৌধুরী
পরিচালক (জোন-৫)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাজউক, রাজউক ভবন
ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২৮-১১-২০২০)

আবেদনকারী ৩০-০১-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক জোন-৫ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজউক, রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

কিউ এম জির শাখা, এম এন্ড কিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং-
(ক) ২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০৭১.৭৯.০৫.১৭ তারিখ ০৯ এপ্রিল/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)

(খ) ২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০৭১.৭৯.৩০.০৮.১৭ তারিখ: ৩০ আগস্ট/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)

আবেদনকারী মেজর মো: আনোয়ারুল ইসলাম খান বর্তমানে লে: কর্ণেল (অব:)(এইসি) এর অনুকূলে (বরাদ্দকৃত ৫ (পাঁচ) কাঠা প্লাটটির (প্লটের আইডি ০২-৩০২-৩৩, ক্যাটাগরী:- আর্মড ফোর্সেস, কোড নং-৯১৮৩) ও এতদসংক্রান্ত লীজ দলিল সম্পাদনের জন্য চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউককে সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। উক্ত লীজ দলিল সম্পাদনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, পত্রের জবাব প্রদান করা হয়েছে কিনা, পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হইলে কেন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি, কারণ অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এবং

(গ) রাজউকের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী তারিখ: ২৬/১২/২০১৯ (কপি সংযুক্ত)

রাজউকের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী তারিখ: ২৬/১২/২০১৯ এর সিদ্ধান্ত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জনাব মো: আনোয়ারুল ইসলাম খান এর নামে ০৫ (পাচঁ) কাঠা আয়তনের ৯১৮৩ নং কোডের বিপরীতে প্লট আইডি ০২-৩০২-৩৩ এবং তার স্ত্রী মিসেস হাসিনারা বেগম এর নামে বারিধারায় (ব্লক-জে, প্রগতি সরণী-৫৪) নং প্লট দুইটির জটিলতা নিরসনের জন্য আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন দেওয়ার নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

(ক) পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১), রাজউক, ঢাকা - আহ্বায়ক

(খ) উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১) রাজউক, ঢাকা - সদস্য

(গ) উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩-সংশ্লিষ্ট সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত), রাজউক, ঢাকা -সদস্য সচিব

বাস্তবায়নে: প্রশাসন শাখা এবং এস্টেট ও ভূমি শাখা।

কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, পত্রের জবাব প্রদান করা হয়েছে কিনা, পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হইলে কেন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি, ইহার কারণ অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭-০২-২০২০ তারিখে জনাব মো: শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাব প্রদান করেন। কিন্তু অভিযোগকারীর কাছে চাহিত তথ্য সুকৌশলে ও মূল বিষয়কে আড়াল করে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মনে করায় তিনি ২০-০২-২০২০ তারিখে জনাব মো: সাঈদ নুর আলম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও সঠিক তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী ০৯-০৩-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় সরকার ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী করেন যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।

৪। তথ্য কমিশনের গত ০৮-১২-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৮-১২-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। অদ্য ২৮-১২-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। ২৮-১২-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য পাননি।

৭। ২৮-১২-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের জন্য রয়েছে। তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট অফিসের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের জন্য রয়েছে এমর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়ে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজউক, রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৬০/২০২০

অভিযোগকারী: জনাব পমা: তাওফিক আলী
(সিনিয়র রিপোর্টার, দ্যা ডেইলী স্টার)
পিতা: মো: মহিউদ্দিন আশরাফ
ঠিকানা: দি ডেইলী স্টার, ৬৪-৬৫
কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা-১২১৫।

প্রতিপক্ষ: জনাব দিদারুল আলম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ৩০-১২-২০২০)

আবেদনকারী ১৭-১২-২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মো: শাহ আলম চৌধুরী, জোনাল ডিরেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এযাবত কতটি পার্ক ও খেলার মাঠ কোন কোন সালে কি কি শর্তে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিকট রক্ষণাবেক্ষনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেছে?

খ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর-দক্ষিণ) কি ঐ সকল শর্ত সমূহ মেনে হস্তান্তরিত পার্ক ও খেলার মাঠগুলো রক্ষনাবেক্ষণ করেছে?

গ) যদি শর্ত মেনে না করে থাকে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনদ্বয় কতটি হস্তান্তরিত পার্ক ও খেলার মাঠ অন্য কি কি উদ্দেশ্যে রুপান্তর, ব্যবহার ও ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করেছে?

ঘ) শর্ত ও প্রচলিত আইনের ব্যতয় ঘটিয়ে উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও খেলার মাঠ বানিজ্যিক কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনদ্বয় কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন ও অন্য রুপ ব্যবহারের বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কি কি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০২-২০২০ তারিখে জনাব মো: সায়ীদ নুর আলম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরে কোন তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৬-২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এর কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় সরকার ভার্চুয়াল শুনানীর বিষয়ে অধ্যাদেশ জারী করেন যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।

৪। তথ্য কমিশনের গত ০৮-১২-২০২০ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ৩০-১২-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। অদ্য ৩০-১২-২০২০ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। ৩০-১২-২০২০ তারিখ শুনানীতে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তিনি তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তিনি তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব দিদারুল আলম, উপপরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক এভিনিউ, ঢাকাকে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য পেলে মুক্তি মেলে
সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে



তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৪৮১১৭৬৭৯
ফ্যাক্স : ০২-৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : secretary@infocom.gov.bd
ওয়েব-সাইট: www.infocom.gov.bd